BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020036

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে 'বিহার' - একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা

Sk. Abdul Hamid

Assistant Professor, Indian Institute of Education
Email: skabdulh14@gmail.com

Abstract:

বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের আবির্ভাব। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশাল ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সৎ, নীতিপরায়ণ, চরিত্রবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হতো, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সুমধুর। এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল 'নির্বাণ' লাভকেন্দ্রিক। তাই সেই সমস্ত নীতিগুলি অনুশীলন করা হতো যেগুলি শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করতো। এজন্য বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় 'পঞ্চশীল', 'দশশীল' নীতির কথা বলা হয়েছে। 'সংঘ' বা 'বিহার'কে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে 'ত্রিপিটকের' স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এছাড়াও ভেষজ, রসায়ন, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হতো 'প্রবজ্জা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, পরে শিক্ষার্থীরা 'উপসম্পদা', 'উপাধ্যায়' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করত। শিক্ষার দ্বার সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল। বিখ্যাত বিহার গুলোর পাঠক্রম ছিল উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের সমতুল্য। বিহার গুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বহু শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে পন্ডিত, শিক্ষক, বিচারক, চিকিৎসক, কূটনীতিবিদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। প্রতিষ্ঠানগুলি এভাবেই সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রেখে যেত।

Keyword : *ত্রিপিটক, ত্রিশরণ, আর্যসত্য, দ্বাদশ নিদান, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বিহার, পঞ্চশীল, প্রবজ্জা, দশশীল, উপসম্পদা, উপাধ্যায়।*

Introduction:

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ঘরানাগুলি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে অন্যতম ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রথাসমূহের বিরোধিতা করলেও বুদ্ধদেব বেদ বিরোধী ছিলেন না। তিনি সকলের পক্ষে বোধগম্য প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে নিজ ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। এর মূলসুর লুকিয়ে ছিল উপনিষদের মধ্যে। একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থীকে চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য 'পঞ্চশীল নীতি' অনুসরণ করতে হতো। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নির্বাণ লাভ কেন্দ্রিক। তাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই সমস্ত নীতি গুলিকে অনুসরণ করা হতো যা একজন শিক্ষার্থীকে চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন সৎ, চরিত্রবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তেমনি অন্যদিকে, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও পেশাগত দিকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করত। এজন্য বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় পঞ্চশীল নীতির কথা বলা আছে সংঘ বা বিহারকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে ত্রিপিটকের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। এছাড়াও ভেষজ, রসায়ন, স্থাপত্য, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হতো 'প্রবজ্জা' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, যখন শিক্ষার্থীর বয়স ১২ থেকে ২০ বছরের মধ্যে থাকতো। এরপর যখন শিক্ষার্থীর বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের

মধ্যে থাকতো তখন 'উপসম্পদা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। এরপর ৩০ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা 'উপাধ্যায়' হওয়ার অধিকার লাভ করত। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার গুলি ছিল একটি আবাসিক শিক্ষালয় স্থান। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো এবং সুমধুর। গুরুর আদেশে শিষ্যকে ভিক্ষাও করতে হতো। শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করতে পারত। এখানে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মাধ্যমে ইহ জীবনে মুক্তি লাভ কিভাবে সম্ভব-তা শেখানো হতো। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন পালন করত। বিহার গুলিতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয় বরং নৈতিকতা, মননশীলতা ও প্রগতিশীল চিন্তার ভিত্তি গড়ে তোলা হত। যা আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা গঠনে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে অবদান রেখে গেছে। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার স্থানগুলিকে 'বিহার' বা 'সংঘ' বা 'মঠ' বলা হত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিহার ছিল নালন্দা, বিক্রমশিলা, বল্লভী ইত্যাদি।

Objectives :

1. তৎকালীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা।
2. প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার শিখন কেন্দ্র হিসাবে বিহারের গুরুত্ব উদ্ভাসন।
3. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সহযোগী সংস্থা হিসেবে 'বিহারের' কার্যাবলী অনুসন্ধান।
4. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক, নৈতিক মূল্যবোধের প্রেষণা জাগরণের ক্ষেত্রে বিহারের ভূমিকা যথাযথভাবে বিবেচনা করা।

Findings :

- বৌদ্ধ ধর্ম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জানতে গেলে প্রথমেই ত্রিশরণ, ৪টি আর্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ এগুলি অনুসরণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা আধ্যাত্মিক জীবনের পথে প্রবেশ করত।সাধারণত অজ্ঞেয়বাদী বলতে নিরশ্বরবাদীদের বোঝানো হয় যদিও বুদ্ধদেবকে আমরা অজ্ঞেয়বাদী সেই অর্থে বলতে পারিনা কারণ তিনি ঈশ্বর 'দর্শন এবং উপলব্ধিযোগ্য' এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ঈশ্বর উপাসনার অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ভাবের আবেদন রেখেছিলেন। বেদের অপরূপ সেও তাকে স্বীকার না করলেও বেদের উত্তর কান্ডকে তিনি নিরন্তর মর্যাদা দিয়ে অনুসরণ করেছেন। তার দর্শনকে বেদ বিরোধী না বলে বেদ আশ্রয়ী বলায় সমীচীন।

- প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানকার শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারতো। ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান দানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিতেও বিহার গুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এগুলিতে শিক্ষার্থীরা যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারত, তেমনি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মূল্যবোধের জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নিজেদের চরিত্র গঠনে উন্নতি ঘটাতে পারতো।

- নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ছিল সেই যুগের বিখ্যাত কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার। যেগুলিতে সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহিষ্ণুতা, সমবেদনা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সহায়তা করা হতো। যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সংযত রাখতে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পথে এগিয়ে চলার সুযোগ লাভ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জীবিকা অর্জনের কথা ভেবে প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বৌদ্ধ বিহার গুলিতে অবশ্যই একটি করে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা থাকতো। যেখানে বহু মূল্যবান পুঁথি এবং পাণ্ডুলিপি শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে গবেষণা করার কাজে সহায়তা করত। কাজেই বলা যায় বিহার গুলি শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

Discussion :

বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হলো বৌদ্ধ ধর্ম। যার প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এর মূল ভিত্তি-মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার কারণে কষ্ট পায়। মধ্যমপন্থা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম হল 'ত্রিপিটক'। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কঠোরভাবে ও কাঠামোগতভাবে একটি পবিত্র গ্রন্থ। শিক্ষার সংকলন, ধ্যান, ভক্তি সম্পর্কিত নির্দেশনা, ভিক্ষুদের জন্য সংগৃহীত নিয়মের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হলো 'ত্রিপিটক'। এটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ তিনটি পেটিকা বা তিনটি ঝুড়ি। এই তিনটি পেটিকা বা পিটক হল সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক। সুত্তপিটকে বুদ্ধের শিক্ষামূলক ভাষণ বা সূত্র বর্ণিত হয়েছে। বিনয়পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুনিদের শৃঙ্খলার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। অভিধম্মপিটকে বৌদ্ধ দর্শনের গভীর ও দার্শনিক মতবাদ বা তত্ত্বগুলি বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করার সময় একজন অনুসারী 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করবেন। এই তিনটি স্মরণ এর প্রথম স্মরণ হলো 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' অর্থাৎ বুদ্ধের স্মরণে যাচ্ছি। 'বুদ্ধ' কথার অর্থ হল জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি, গৌতম বুদ্ধ হলেন সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ধর্ম প্রচার করেন তার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করাই হলো বুদ্ধের স্মরণ নেওয়া। দ্বিতীয় স্মরণ হলো 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি' অর্থাৎ ধর্মের স্মরণে যাচ্ছি। 'ধম্ম' হল বুদ্ধের বাণী, নীতি-নৈতিকতা, চিন্তাধারা ও মুক্তির পথ। জীবনের সত্য, কর্মফল ও নৈতিক আচরণের সংহতিকেই ধম্ম বলা হয়েছে। তৃতীয় স্মরণ হলো 'সংঘম শরণং গচ্ছামি' অর্থাৎ সংঘের স্মরণে যাচ্ছি। 'সংঘ' হল বুদ্ধের অনুসারী সাধু সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী যারা বুদ্ধের আদর্শে জীবনযাপন করেন এবং আদর্শ সামাজিক জীবনের প্রেরণা দেন।

বৌদ্ধ ধর্মের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো চারটি 'আর্যসত্য'কে বা মহান সত্যকে মেনে নেওয়া। সেই চারটি আর্য সত্য যেগুলি গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব লাভের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর্যসত্য চারটি হল দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিরোধ সম্ভব এবং দুঃখনিরোধের উপায় আছে। এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকা দুঃখের কথাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সে কান্না শুরু করে। এর মাধ্যমে দুঃখকেই ইঙ্গিত করা হয়। আবার যখন মানুষ রোগগ্রস্ত হয় তখন সে দুঃখ ভোগ করে, আবার সেই রোগ যখন দুরারোগ্য আকার ধারণ করে তখন রোগী তার পরিবারের আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুঃখপ্রাপ্ত হয়। সবশেষে যখন কোন ব্যক্তি ইহ জীবন ত্যাগ করে, তখন তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য এবং নিকট আত্মীয়রা দুঃখ পেয়ে থাকে - কাজেই তিনি উপলব্ধি করেন জীবন দুঃখময়।

তিনি শুধু জীবনকে দুঃখময় বলেননি সেই দুঃখের কারণ এর কথাও বলেছেন। সেই কারণ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি 'ভবচক্র' বা 'দ্বাদশ নিদানে'র কথা বলেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন বারোটি স্তরে আমাদের জীবন বারবার দুঃখের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। যা দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র নামে পরিচিত। দ্বাদশ নিদানের বারোটি স্তর বা উপাদান গুলি হল অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, সডায়াতন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ। বুদ্ধদেবের মতে প্রতিটি মানুষ আর্য সত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ না করতে পারার কারণে বা অবিদ্যা বসত জন্ম থেকে জন্মান্তরে বারবার আবর্তিত হতে থাকে।

তাই এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি 'অষ্টাঙ্গিকমার্গে'র কথা বলেন। তিনি বলেন কোন ব্যক্তি যদি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ সঠিক ভাবে অনুশীলন করতে পারে, তাহলে তিনি এই জীবনে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত মার্গ বা পথগুলি হল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি ইহ জীবনেই নিরবান লাভ করতে সক্ষম হন।

বৌদ্ধ শিক্ষা ক্ষেত্রে হিসাবে 'মঠ' বা 'বিহারের' ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইগুলি প্রাচীন ভারতের প্রধান আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। এখানে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, বিনয় চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত। এগুলির মাধ্যমে তাদের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটতো। বিহার গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দর্শন,

তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিজ্ঞান(আয়ুর্বেদ)ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করা হতো। এগুলি ধ্যান ও আত্মপোলব্ধির শান্ত স্থান হিসাবে কাজ করতো, প্রতিটি বিহারে সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকতো। বিহারগুলিতে চীন, তিব্বত, কোরিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতো। প্রাচীন ভারতের বিহার গুলির মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী এবং সোমপুর মহাবিহার ছিল উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ দর্শনে যেহেতু শিক্ষার্থীদের নৈতিক, চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের দিকে বা মূল্যবোধের দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো সেহেতু সাধারণ গৃহী বা সাধারণ মানুষদেরও বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হতো। এগুলোকে বলা হত 'পঞ্চশীল'। পাঁচটি মৌলিক উপদেশ বা শীল গুলি হল প্রাণী হত্যা না করা, চুরি করা থেকে বিরত থাকা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা ভাষণ না দেওয়া, এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বিরত থাকা। যেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাণ লাভ করা সেহেতু নির্বাণ লাভের পথে মন এবং আচরণের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে এই শীল পালন অপরিহার্য ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্রবজ্জা' হল শিক্ষার্থীর বিহার বা সংঘে প্রবেশের প্রাথমিক দীক্ষা অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থী ৮ থেকে ১২ বছর বয়সে যখন শিক্ষা গ্রহণ ও ভিক্ষু জীবনের জন্য গৃহ জীবনের সমস্ত মায়া, চিন্তা ত্যাগ করে মাথা মুন্ডন করে পীতবস্ত্র পরিধান করে বিহারে প্রবেশ করত তখন সেই অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'প্রবজ্জা'। এই সময় শিক্ষার্থীদের অহিংসা, সত্য কথা বলা, চুরি থেকে বিরত থাকা, ইত্যাদি বিষয়ের মত দশটি আদেশ (দশশীল) মেনে চলতে হতো। এই অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের নবীন ভিক্ষু বা 'শ্রামণ' হিসেবে মঠে শিক্ষা শুরু হতো। এটি ছিল বিহার বা মঠের শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক ধাপ।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রবজ্জা পালনরত ভিক্ষু বা ভিক্ষুণিদের যে দশটি অনুশাসন অবশ্য পালন করতে হতো তাদের একত্রে 'দশশীল' বলা হত। এটি পঞ্চশীলের একটি উচ্চতর পর্যায়, যা নৈতিক চরিত্র গঠন এবং নির্বাণ লাভের পথকে সুগম করে। এই দশটি শীল হল প্রাণীহত্যা না করা, চুরি বর্জন করা, যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা কথা না বলা, নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন করা, অসময়ে আহার বর্জন করা, নাচ গান-বাজনা বর্জন করা, সুগন্ধি ও অলংকার বর্জন করা, উচ্চ আরামদায়ক আসন বা শয্যা বর্জন করা, সোনা রুপা বা টাকা-পয়সা স্পর্শ না করা।

কঠোর শৃঙ্খলায় দশ বছর প্রবজ্জা স্তর অতিক্রম করে বৌদ্ধ নবীন ভিক্ষুরা যখন দীক্ষা গ্রহণ করত অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সন্ন্যাস জীবন ধারণ করত তাকেই বলা হত 'উপসম্পদা'। এটি শ্রামন অবস্থা থেকে পূর্ণ ভিক্ষুতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। বুদ্ধ নির্দেশিত 'বিনয়' নিয়ম মেনে সংঘের প্রবীণ ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। উপসম্পদা গ্রহণের পর ভিক্ষুকে ভিক্ষু জীবনের দশটি প্রধান শীল(কঠোর নৈতিক নিয়ম) অনুশীলন করতে হতো।

'উপাধ্যায়' ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার এমন এক স্তর যেখানে তিনি (ভিক্ষু) প্রধান শিক্ষক (আধ্যাত্মিক গুরু) হিসাবে পরিগণিত হতেন। যিনি শিক্ষার্থী বা শ্রামণদের বিদ্যা দান থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, বিনয় ও নৈতিক বিকাশের দায়িত্ব পালন করতেন। উপাধ্যায়ের প্রধান কাজ ছিল শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধ শাস্ত্র, দর্শনের জ্ঞান দান করা। শ্রামণ বা শিক্ষার্থীরা উপাধ্যায়ের সেবা করতেন এবং উপাধ্যায় তাদের শারীরিক ও মানসিক(সামগ্রিক) বিকাশের দায়িত্ব নিতেন। উপাধ্যায় অত্যন্ত সম্মানিত হলেও তিনি সংঘ বা বিহারের আদর্শ বিরোধী কোন কাজ করলে শিক্ষার্থীরা তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারতো। বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষক হিসাবে উপাধ্যায় (বিদ্যাদানকারী) ও কর্মাচার্য (ব্যবহারিক শিক্ষায় জ্ঞান দানকারী) এই দুই ধরনের শিক্ষকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

Conclusion :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মঠ বা বিহার গুলি ছিল আবাসিক এবং শিক্ষকরা সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান করাতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিহার ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় এবং যুগ উপযোগী দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষাশিক্ষা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহিষ্ণুতা, সমবেদনা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করতে সক্ষম ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পন্ডিত, ধর্মগুরু, চিকিৎসক, রাজদরবারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতো। এগুলি থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সহনশীলতা নৈতিক সমাজ গঠনে সহায়ক ছিল। এগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে 'বিহার' ছিল ধ্যান, তপস্যা ও আত্মচর্চার কেন্দ্র। এই পরিবেশ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল, আত্মমুখী ও সচেতন করে তুলতো। এখানে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ যোগাত। বিহারের গ্রন্থাগার গুলিতে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পান্ডুলিপি পড়ার সুযোগ ছাত্ররা পেত তা শিক্ষার্থীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম দিত।

Reference :

- পান, ড: তারকনাথ (২০১৬) ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।
- বাগচি, প্রবোধচন্দ্র (১৯৫৩) বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- মুখার্জি, সোমনাথ (২০০৪) বৌদ্ধ শিক্ষা ও সমাজ, নিউ দিল্লি পাবলিশার্স, নতুন দিল্লি।

Citation: **Hamid. Sk. A.,** (2026) "প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে 'বিহার' - একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.